জাতীয় শিক্ষানীতি খসড়া ২০১৯

(Draft National Education Policy 2019)

সারাংশ

জাতীয় শিক্ষানীতি খসড়া কমিটি (Committee for the Draft National Policy)

সভাপতি

কে, কস্তুরীরঙ্গন, প্রাক্তন সভাপতি, ইসরো, ব্যাঙ্গালুরু

সদস্যগণ

a. বসুধা কামাত, প্রাক্তন উপাচার্য, এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মুম্বাই
b. মঞ্জুল ভারগভা, আর. ব্র্যান্ডনফ্রাড ম্যাথমেটিক্স অধ্যাপক, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
c. রাম শংকর কুরিল, প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাবাসাহেব আম্বেদকর সমাজ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যপ্রদেশ
d. টি ভি কট্টিমনি, উপাচার্য, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় ট্রাইবাল বিশ্ববিদ্যালয়, অমরকন্টক, মধ্যপ্রদেশ
e. কৃষ্ণ মোহন ত্রিপাঠি, শিক্ষা পরিচালক (মধ্যশিক্ষা) এবং প্রাক্তন বিভাগীয় সভাপতি-হাইস্কুল ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উত্তরপ্রদেশ
f. মজহর আসিফ, বিভাগীয় অধ্যাপক, পার্শিয়ান এণ্ড সেন্ট্রাল এশিয়ান স্টাডিজ, স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজ লিটেরেচার এন্ড কালচার স্টাডিজ, জবাহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ দিল্লি
g. এম. কে. শ্রীধর, প্রাক্তন সম্পাদকীয় সদস্য, কর্ণাটক নলেজ কমিশন, ব্যাঙ্গালুরু, কর্ণাটক।

সম্পাদক

h. শকিলা টি শামসু, বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, (জাতীয় শিক্ষানীতি) উচ্চশিক্ষা দপ্তর, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লি

খসড়া কমিটির সদস্য/সদস্যাগণ

a. মঞ্জুল ভারগভা, আর. ব্র্যান্ডনফ্রাড ম্যাথমেটিক্স অধ্যাপক, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
b. কে. রামচন্দ্রন, উপদেষ্টা, জাতীয় শিক্ষানীতি পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক শিক্ষাকেন্দ্র, নিউদিল্লি
c. অনুরাগ বেহার, সিইও এবং উপাচার্য, আজীম প্রেমজি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্গালুরু
d. লীনা চন্দ্রন ভাদিয়া, পর্যবেক্ষক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মুম্বাই

লক্ষ্য

(Vision)

জাতীয় শিক্ষানীতি পরিকল্পনা ২০১৯ মনে করে যে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা পদ্ধতি সুশিক্ষার মাধ্যমে আমাদের জাতীর পক্ষে পরিবেশবান্ধব, ন্যায়সঙ্গত, অনুদানশীল এবং বুদ্ধিমত্তা সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

নীতি মূল্যায়ন – গুরুত্বপূর্ণ দিক

Policy Overview – Key Points

১. বিদ্যালয় শিক্ষা (School Education)

a. শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা : এই নীতির ফলে শিশুর প্রারম্ভিক জটিলতা এবং সমস্ত ৩-৬ বছরের শিশুর প্রারম্ভিক গুণাগুনের লক্ষ্যকে ২০২৫ এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ এবং উদ্যোগের সাথে নিশ্চিত করবে।

b. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সংখ্যা সূচকতা : এখানে ১-৫ স্তরের সমস্ত শিশুর মধ্যে প্রারম্ভিক ভাষা ও গণিতে বিশেষভাবে ধ্যান দেওয়া হবে। এই নীতি আরো নিশ্চিত করে যে ২০১৫ এর মধ্যে ৫ স্তরের প্রত্যেক শিশু যেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারে।

c. পাঠক্রম ও শিক্ষানীতি : ৫+৩+৩+৪ শিক্ষা পদ্ধতিতেমস্তিস্কের বিকাশ ও শিক্ষার নীতির উপর নতুন উন্নত এবং সঠিক পাঠক্রম এবং শিক্ষা-কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

একইভাবে অধ্যায়ন এবং বৃত্তিমূলক শাখায় বিজ্ঞান,কলা,ভাষা, খেলাধূলা, গণিত সহ সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

d. সার্বজনীন উপলব্ধি : এই নীতির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সমস্ত বিদ্যালয়ে গড়ে ১০০ শতাংশ বিদ্যালয় শিক্ষা নথিভুক্ত করার লক্ষ্য রাখে।
e. ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা : এই নীতি বিভিন্ন সম্মিলিত উদ্যোগে নিশ্চিত করে যাতে কোনো শিশু তার জন্ম পরিস্থিতি ও আর্থিক অবস্থার কারণে শিক্ষার সুযোগ না হারায়। এই লক্ষ্যে নজরদারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা-অঞ্চল তৈরি করা হবে।
f. শিক্ষক শিক্ষিকা : শিক্ষক নিয়োগ করা হবে উপযুক্ত এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে, পদোন্নতি যোগ্যতা ভিত্তিক হবে।বহুমুখী কর্মজ্ঞানের যাচাই করা হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষা প্রসাশকের পদোন্নতির পথ সুগম হবে।
g. বিদ্যালয় পরিচালনা : বিদ্যালয় গুলিকে একত্রিকরণ করা হবে (১০-২০টি সার্বজনীন বিদ্যালয় একত্রিকরণ) এবং এটি হবে পরিচালনা ও প্রশাসনের মৌলিক একক যা সব ধরণের পরিকাঠামো (যেমন- লাইব্রেরি) জনগণ (কলা, সঙ্গীত শিক্ষক)এবং দায়িত্বশীল পেশাদারী শিক্ষক সম্প্রদায়সহ সমস্ত সম্পদের সহলভ্যতা নিশ্চিত করবে।
h. বিদ্যালয় নিয়মাবলী : বিভিন্ন ধরণের দ্বন্দ্ব দূর রাখার জন্য বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও ক্রিয়াকলাপ পৃথক সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে। নীতিমালা প্রণয়ন, নিয়মাবলী, ক্রিয়াকলাপ এবং অধ্যায়ন বিষয়ের জন্যে স্বচ্ছ এবং আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।

২. **উচ্চশিক্ষা** (Higher Education)

a. নতুন স্থাপত্য : উচ্চশিক্ষার জন্য একটি নতুন লক্ষ্য এবং স্থাপনাকে সম্পদশীল ও স্পন্দনশীল বহুবিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমানে ৮০০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪০,০০০ মহাবিদ্যালয়কে ১৫,০০০ শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ করা হবে।
b. উদার নৈতিক শিক্ষা : বিজ্ঞান, কলা, মানবিক বিদ্যা,গণিতশাস্ত্র এবং পেশাদারী ক্ষেত্রগুলিকে সমন্বিত করে স্নাতক পর্যায়ে বিস্তৃত উদারনৈতিক শিক্ষায় পর্যবেসিত করা

হবে। এই শিক্ষা কল্পনাপ্রবণ,নমনীয়পাঠ-কাঠামো, সৃজনশীলশিক্ষা, বৃত্তিমূলক এবং বহুমুখি আগমন/প্রস্থানের সুবিধা রাখবে।

c. পরিচালনা : প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা অধ্যায়ন,আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসনের উপরে ভিত্তি করবে। প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি স্বাধীন পর্ষদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

d. আইন কানুন : আর্থিক ন্যায়পরতা ও জনসাধারণের প্রবনতা নিশ্চিত করার জন্য আইনকানুন 'হালকা কিন্তু মজবুত' হবে। উপযুক্ত পরিবেশ, অর্থায়ন স্বীকৃতি এবং আইন কানুন বিষয়ক দ্বন্দ্ব দূর করতে স্বাধীন সংস্থা পরিচালিত হবে।

৩. শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education)

শিক্ষক শিক্ষণীয় কার্যক্রম কঠোর হবে এবং স্পন্দনশীল,বহু বিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তার কার্যকারিতা হবে। ৪ বছরের সমন্বিত পর্যায়ে নির্দিষ্ট বহুমুখী প্রতিষ্ঠান গুলিতে দেওয়া শিক্ষাবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি শিক্ষক হয়ে উঠার প্রধান উপায় হবে। নিম্নমানের ও অকেজো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হবে।

৪. পেশাদারী শিক্ষা (Professional Education)

সকল পেশাদারী শিক্ষা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। স্ট্যান্ড অ্যালোন বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, আইন ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তঅন্যান্য শাখা গুলি বন্ধ করা হবে।

৫. বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education)

এটি সমস্ত শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে।এই নীতিটি ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে ৫০% পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্য রাখে।

৬. জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান (National Research Foundation)

একটি নতুন সত্তা সারা বিশ্বে গবেষনা ও উদ্ভাবনের দ্রুততর সম্প্রসারণের জন্য তৈরি করা হবে।

৭. প্রযুক্তিগত শিক্ষা (Technology in Education)

এই নীতি সকল স্তরের শ্রেণিকক্ষ কার্যকলাপ, পেশাদারি শিক্ষক উন্নয়ন, অনগ্রসর গোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা, শিক্ষাগত উন্নয়নের পরিকল্পনা, প্রশাসন এবং পরিচালনার সুদৃঢ় করার জন্য প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে সংহত করার লক্ষ্য রাখে।

৮. প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)

এই নীতি ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ যুবক যুবতি ও প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা অর্জনে লক্ষ্য রাখে।

৯. ভারতীয় ভাষার অগ্রগতি (Promotion of Indian Languages)

এই নীতি সমস্ত ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ, বৃদ্ধি ও উৎকৃষ্টতা নিশ্চিত করবে।

১০. অর্থায়ন শিক্ষা (Financing Education)

জনসাধারণের শিক্ষা বিস্তৃত এবং প্রানবন্ত করার জন্য পর্যাপ্ত সরকারি বিনিয়োগ হবে।

১১. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ (Rashtriya Shikkha ayog)

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ বা জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। এটি ভারতের শিক্ষানীতির নেতৃত্বস্থানে থাকবে।

নীতি বিবরণ- গুরুত্বপূর্ণ দিক

(Policy Details- Key Points)

বিদ্যালয় শিক্ষা

(School Education)

১. শৈশব যত্ন ও শিক্ষা শক্তিশালি করণ (Strengthening Early Childhood care and Education)

উদ্দেশ্য : ২০২৫ সালের মধ্যে ৩-৬ বছরের প্রত্যেক শিশুর বিনামূল্যে, নিরাপদ ও উৎকৃষ্টমানের উন্নয়নশীল যথাযথ যত্ন এবং শিক্ষার সুবিধা থাকবে।

এই নীতি প্রারম্ভিক শৈশব শিক্ষার জটিলতা ও একজন ব্যক্তির জীবনে এটির প্রভাবেরউপর জোর দেয়।

a. প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য বহু প্রগতিশীল পদ্ধতিতে প্রাথমিক চাহিদা, ভৌগোলিক ও বিদ্যমান কাঠামোর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

b. অনুন্নত জেলা ও স্থানীয় জায়গা গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষাগতমান ও ফলাফল উপযুক্তভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

c. শিশু এবং অভিভাবক উভয়ের জন্যই পাঠক্রম ও শিক্ষামূলক কাঠামো উন্নত করা হবে।এই কাঠামোতে ০-৩ বছরের শিশুদের জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত ও ৩-৮ বছরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নির্দেশকের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

d. প্রারম্ভিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক পেশাদার উন্নয়ন, পেশাগতকরণের পদ্ধতিতে উপযুক্ত পরিবেশে ও উচ্চমানের প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা হবে।

e. প্রারম্ভিক শৈশব শিক্ষার সকল দিক শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের (সমসাময়িক শিক্ষামন্ত্রনালয়ের নামকরণ করা হবে) তত্ত্বাবধানে কার্যকর হবে যা অন্যান্য বিদ্যালয় শিক্ষার সাথে যুক্ত থাকবে। ২০১৯ সালের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রনালয়, নারী-শিশু উন্নয়ন মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য-পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় একত্রে একটি রূপান্তর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

f. সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায় কার্যকরি নিয়ম বা স্বীকৃতি ব্যবস্থার আরম্ভ করা হবে।

g. অভিভাবকদের সক্রিয়ভাবে সন্তানদের শেখার প্রয়োজনীয়তা গুলি সমর্থন করতে সক্ষম করার জন্য বৃহত্তর মাপের তথ্য প্রচারের মাধ্যমে অংশীদারদের থেকেউৎপন্ন করা হবে।

h. ২০০৯ সালের শিক্ষাবিষয়ক আইন অনুসারে সকল ৩-৬ বছর বয়সি শিশুদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক গুণমান শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

২. সকল শিশুর মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যা সূচকতা নিশ্চিত করণ (Ensuring Foundational Literacy and Numeracy Among all Children)

উদ্দেশ্য : ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ম শ্রেণি ও তার নীচের স্তরের প্রতিটি শিক্ষার্থী মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যা সূচকতা অর্জন করবে।

এই নীতিটি প্রাথমিক ভাষা এবং গণিতে শিক্ষা সংকট স্বীকার করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়।

a. পুষ্টি এবং শিক্ষা হল দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুষ্টিজনক নাস্তা এবং মধ্যাহ্নকালীন খাবার প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রদান করে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা প্রসারিত করা হবে। এই ব্যবস্থায় গুণমান খাদ্য খরচের ব্যয় ও বাজার মূল্য নিশ্চিত করবে।

b. অভিযোজিত মূল্যায়ন এবং গুণমান সম্পন্ন সামগ্রীর উপলব্ধতাসহ ১-৫ স্তরের শিশুর সাক্ষরতা এবং সূচকতার উপর বিশেষ নজর রাখা হবে। জাতীয় শিক্ষকের পোর্টালে ভাষা ও গণিত বিষয়ে জাতীয় সংগ্রহস্থল সুলভ হবে।

c. শিক্ষকদের সহায়তার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করা হবে। সার্বজনীন ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পড়াশুনা ও যোগাযোগের মাধ্যম প্রসারিত করা হবে।

d. ১ম শ্রেণির সমস্ত ছাত্রদের একটি তিনমাস ব্যাপী বিদ্যালয় প্রস্তুতির মডিউলের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে।
e. মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যা সূচকতার উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষকের শিক্ষা পুণনির্মাণ করা হবে।
f. একটি জাতীয় টিউটর প্রোগ্রাম (সহকর্মী শিক্ষক গঠন) ও গোষ্ঠী থেকে একটি প্রতিকার সহায়ক মূলক প্রোগ্রাম (অঙ্কন প্রশিক্ষক) চালু করা হবে।
g. প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩০ : ১ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত নিশ্চিত করা হবে।
h. সামাজিক কর্মী এবং পরামর্শদাতারা সকল শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।স্থানীয় সম্প্রদায়, অভিভাবকদের অংশগ্রহণ ও স্বেচ্ছাসেবকরা বুনিয়াদী সাক্ষরতার সাথে সম্পর্কিত নীতি-লক্ষ্য গুলি ও সংখ্যা সূচকতা পূরণে সহায়তা করবে।

৩. সকল স্তরে শিক্ষার সার্বজনীন উপলব্ধিতা ও ধারণ ক্ষমতা নিশ্চিত করণ (Ensuring universal access to and retention in education at all levels)

উদ্দেশ্য :২০৩০ সালের মধ্যে ৩-১৮ বছর বয়সের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার্জন ও উপলব্ধিতা।

তালিকাভূক্ত অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেও এই নীতিমালা আমাদের স্কুলের শিশুদের ধরে রাখার অক্ষমতা প্রকাশ করে।

a. ২০৩০ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ১০০ শতাংশ নথিভুক্তকরণ অনুপাত বিভিন্ন পদক্ষেপের দ্বারা পূরণ করা হবে।
b. বর্তমান বিদ্যালয়ে প্রবেশেরফাঁকগুলি পূরণ করার জন্য অকার্যকর অবস্থানে নতুন উন্নত সুবিধা, পরিবহন,ছাত্রাবাসের সুযোগ করে বিশেষভাবে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

c. নথিভূক্ত শিশুদের উপস্থিতি, তাদের ফলাফল, শিক্ষক, সামাজিক কর্মী ও পরামর্শদাতাদের দ্বারা স্কুল ছুট শিক্ষার্থীদের অনুসরণের মাধ্যমে সমস্ত শিশুদের সমস্ত শিশুদের অংশগ্রহণ ও শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার বিভিন্ন পথের মধ্যে প্রথাগত-প্রথাবহির্ভূত প্রক্রিয়ার দ্বারা মুক্ত এবং দুরশিক্ষা ও কারিগরিভিত্তিক শিক্ষাকে শক্তিশালিকরণ করা হবে।

d. স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে ছাত্ররা স্কুলে উপস্থিত হতে নাপারলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য স্কুলগুলিতে স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ, ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, বাবা মা এবং গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হবে।

e. শিক্ষার অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা গুলি যথেষ্ট পরিমাণে অবাধ করা হবে কিন্তু একই সাথে নিরাপত্তা (দৈহিক ও মানসিক) ও অধীনতা, বিদ্যালয়ের আয়হীন প্রকৃতি এবং শিক্ষার ফলাফলের জন্য সর্বনিম্নমান নিশ্চিত করা হবে। এটি স্থানীয় পরিবর্তন এবং বিকল্প গঠনের জন্য অনুমতি দেবে যাতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার জন্য বিদ্যালয় শুরু করা সহজ হয়।

f. শিক্ষা আইন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১২ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার আইন বর্ধিত করবে।

৪. স্কুল শিক্ষায় নতুন পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাপদ্ধতি (New curricular and pedagogical structure for school education)

উদ্দেশ্য – ২০২২ সালের মধ্যে পাঠ্যক্রমে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে বৌদ্ধিক চিন্তা, সৃজনশীলচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যোগাযোগ, সহযোগিতা, বহুভাষিতা, সমস্যার সমাধান, নীতিতত্ব, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি কম্পিউটার স্বাক্ষরতার দিকে নজর দিতে হবে।

ছাত্রদের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এবং তাদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

a. স্কুল শিক্ষায় পাঠ্যক্রম বিন্যাসের পদ্ধতি হবে ৫+৩+৩+৪।
   - বুনিয়াদি স্তর(৮বছর)ঃদ্রুত মানসিক বিকাশ। শিক্ষার মাধ্যম হবে খেলাধুলা এবং সক্রিয়তা।
   - প্রাথমিক স্তর (৮ - ১১বছর) ক্রিড়া এবং সক্রিয়তা। প্রথাগত শিক্ষায় প্রবেশ প্রারম্ভ।
   - মাধ্যমিকস্তর (১১ - ১৪বছর) বয়ঃসন্ধিতে প্রবেশ। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথাগত শিক্ষারম্ভ।
   - উচ্চমাধ্যমিক স্তর (১৪ - ১৮বছর) জীবিকানির্বাহ এবং উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি। প্রাপ্তবয়স্কে প্রবেশ।

b. উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার গঠন হবে বিভিন্ন বিষয়ের সংমিশ্রণে।এটি ছাত্রদের মধ্যে বিষয়গতজ্ঞান, বৌদ্ধিকচিন্তা এবং ছাত্রজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে ধ্যান রেখে ছাত্রদের চাহিদার প্রতি নমনীয় হবে।

c. স্কুলশিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি হবে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে। পাঠ্যক্রমকে হ্রাস করা হবে, প্রধান প্রধান ধারণা এবং অনিবার্চনীয় শিক্ষণীয় বিষয়ে। এর পেছনে লক্ষ্য হল গভীর জ্ঞান এবং পরিক্ষামূলক শিক্ষণ ।

d. ছাত্রদের বিভিন্ন রকম ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে।বিজ্ঞানমনস্কতা, শিল্প এবং নন্দনতত্ব, নৈতিকদৃষ্টিভঙ্গি এবং কম্পিউটার শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। স্থানীয় মানুষদের সমস্যা, ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান তথা বিশ্ব সম্পর্কে ছাত্রদের অভিজ্ঞ করে তুলতে হবে।

e. নমনীয় পাঠ্যক্রম এবং সহায়ক পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকবে না। বিজ্ঞান এবং কলা বিষয়ের মধ্যে বৈপরিত্য না হয়ে সাদৃশ্য থাকবে। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক এবং প্রথাগত শিক্ষায় ছাত্রদের বিষয় নির্বাচনে অগ্রাধিকার থাকবে।

f. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হবে মাতৃ ভাষায় বাস্থানীয় ভাষায়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রয়োজন অনুসারে দ্বিতীয় ভাষার প্রয়োগ করতে হবে।

g. প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রদের স্থানীয় ভাষায় উচ্চ মানের পাঠ্য বই সরবরাহ করা হবে। বিকলাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুত করা হবে।

h. সমগ্র দেশ জুড়ে তিন ভাষা নীতি লাগু করা হবে। ভাষা শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

i. ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষায় একবছরের জন্য একটি সমীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমুলক এবং প্রথাগত শিক্ষার সহাবস্থান থাকবে।

j. ২০২০ সাল পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষানীতি সংশোধন করা হবে।এবং সমস্ত স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা হবে।নতুন পাঠ্য পুস্তক এবং উচ্চ মানের অনুবাদ করা হবে।

k. মূল্যায়ণ হবে ছাত্রদের উন্নতির লক্ষ্যে। সমস্ত পরীক্ষা (বোর্ডের পরীক্ষা সহ) ছাত্রদের মূল ধারণা এবং পারদর্শিতা যাচাই করবে। ২০২৫ সালের মধ্যেমাধ্যমিক এবং তদুর্ধস্তরে মূল্যায়ন হবে কম্পিউটারের ভিত্তিতে। ২০২০ বা ২০২১ সালের পর ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বিভিন্ন বিষয়ে সারা বছর ধরে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার আয়োজন করবে।

l. একক এবং বিশেষ প্রতিভা অন্বেষণের জন্য স্কুল স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। গ্রীষ্ম কালীন ক্যাম্প এবং প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার আয়োজন করা হবে।

৫. শিক্ষক- পরিবর্তনের অগ্রদুত (Teacher – Torchbearers of Chenge)

উদ্দেশ্য : স্কুল শিক্ষার সমস্ত স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষিত, মার্জিত এবং শিক্ষকতায় দক্ষ শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হবে।

এই শিক্ষা নীতিতে শিক্ষককে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষক পরিবর্তনের অগ্রদূত এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষকের মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

a. মেধা ভিত্তিক ছাত্র বৃত্তি : চার বছরের বি.এড পাঠ্যক্রমে বঞ্চিত, দরিদ্র, গ্রাম্য, এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে ছাত্রদের মেধা ভিত্তিক ছাত্র বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। কিছু ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। সর্বাগ্রে মেয়েদের আগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

b. সমস্ত স্কুলে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষ স্থানীয়দের প্রাধান্য দেওয়া হবে। প্রথম ধাপ হবে একটি টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট নেওয়া এবং দ্বিতীয় স্তরে হবে সাক্ষাৎকার এবং শিক্ষণের নমুনা প্রদর্শন। জেলাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ যা এখন বিভিন্ন রাজ্যে হয়ে থাকে তার সর্বভারতীয় রূপায়ণ। শিক্ষকদের অবশ্যই নির্দৃষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত চাকরীর নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষকদের স্থানান্তরিকরণ হবে স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তি নির্ভর। গ্রামীণ এলাকায় নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা করা হবে।

c. ২০২২ সালের মধ্যে সমস্ত রাজ্যে প্যারাটিচার ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ নির্মূল করা হবে।

d. শিক্ষকদের পেশাদারিত্বের নিয়মিত উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করা হবে নমনীয়তার ভিত্তিতে যেখানে শিক্ষক নিজের ইচ্ছে মতো শিক্ষণের বিষয় পছন্দ করতে পারবেন। নবনিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হবে। পছন্দ অনুযায়ী পেশাগত উন্নতির জন্য সমস্ত রাজ্যগুলির প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা উচিত। পাঠ্যক্রম হবে এককেন্দ্রিকতা এবং জটিলতা মুক্ত। রিসোর্স পারসনদের যত্ন সহকারে চয়ন করা হবে, যথাযথ ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং তাদের নির্দৃষ্ট কার্যকাল থাকবে।

e. যথাযথ পরিকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা এবং পর্যাপ্ত শিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহ করা হবে এবং শিক্ষকদের কাজের ভার লাঘব করার জন্য শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত রাখা হবে নির্দৃষ্ট। বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বস্তরে রিমেডিয়াল প্রোগ্রাম চালু করা হবে।

f. বিদ্যালয়ের অপ্রশাসনিক কার্য চলার সময় শৈক্ষনিক কার্য ব্যহত হবে না। যথাযথ কারণ ছাড়া শিক্ষকদের অনুপস্থিতির ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

g. প্রত্যেক প্রধান শিক্ষক এবং প্রিন্সিপাল বিদ্যালয়ের সুষ্ঠ সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রতি যত্নবান হবে। স্কুল পরিচালন সমিতি এবং ডিরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন এই বিষয়ে যথাযথ সাহায্য করবে।

h. সমস্ত ছাত্রের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় উচ্চমানের শিক্ষা সামগ্রী প্রস্তুত করা হবে।

i. সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বিষয়ে যথাযথ সাহায্য করা হবে।

j. একটি নির্দৃষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত শিক্ষকতা করার পর শিক্ষকদের শিক্ষা প্রসাশন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে নিযুক্ত করা হবে। দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে প্রতিভাবান শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষা প্রসাশনে আসতে চান এমন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা প্রসাশনে নির্দৃষ্ট পদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৬. দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য পক্ষপাতহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Equitable and Inclusive Education for Every Child in the Country)

এই শিক্ষানীতি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়ণ করতে চায় যা প্রতিটি শিশুর শিক্ষার এবং উন্নতির সুযোগ করে দেবে, নিশ্চিত করবে যাতে কোন শিশু তার জন্ম ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে বাদ না পড়ে।

উদ্দেশ্য –এক পক্ষপাতহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা অর্জন যেখানে প্রতিটি শিশুর শেখার সমান সুযোগ তৈরী হবে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে লিঙ্গ ও সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর সমান অংশগ্রহণ এবং সমান শিক্ষার্জন নিশ্চিত করবে।

---

a. শৈশবের গোড়ার শিক্ষা, মূল স্বাক্ষরতা, স্কুলে ভর্তি ও হাজিরা সংক্রান্ত নীতিগুলি পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী থেকে আসা ছাত্রদের বিশেষ লক্ষ্য ও সহায়তা প্রদান করবে।

b. দেশ জুড়ে প্রতিকূল এলাকাগুলিতে বিশেষ শিক্ষা বলয় স্থাপিত হবে। নির্দৃষ্ট সামাজিক উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক সূচকের উপর ভিত্তি করে এই বলয়গুলি ঘোষণা করার জন্য রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করা হবে। কেন্দ্র সরকার মোট খরচের ২ : ১ অনুপাতে রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য করবে। এই সমস্ত বলয়গুলি যাতে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত নির্দৃষ্ট

পদ্ধতিতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুদের অন্তর্ভূক্ত করে তা কেন্দ্র-রাজ্য মিলিতভাবে দেখাশোনা করবে।

c. এই সংক্রান্ত মূল উদয়োগগুলি হলঃ নিরন্তর সংবেদনশীলতার মাধ্যমে শিক্ষকের সামর্থের বিকাশ, শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী থেকে শিক্ষক নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা, শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী থেকে আসা ছাত্র অধীক এমন স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৫ : ১ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, বিশেষ ব্যবস্থাপনা তৈরী করা যা শিক্ষাক্ষেত্রে হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন, লিঙ্গনির্ভর নিপীড়ন দূর করার কাজ করবে এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক পাঠ্যক্রম।

d. প্রতিটি ছাত্রের নির্দৃষ্ট তথ্য জাতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যভান্ডারে জমা রাখা হবে, যা সময় সম্য জাতীয় শিক্ষা পরিসংখ্যান বিভাগ বিশ্লেষণ করবে।

e. এই নীতি জাতীয় অর্থভান্ডারের মাধ্যমে ছাত্রভিত্তিক আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করবে যা ছাত্রদের বৃত্তিপ্রদান, অনুন্নত অঞ্চলের ছাত্রদের বিশেষ অর্থ সাহায্য, ছাত্রস্বার্থে সম্পদ ও সুবিধার উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে। বিকল্প সাহায্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- জাতীয় শিক্ষক কর্মসূচী এবং রিমেডিয়াল ইন্সস্ট্রাক্সন এইড কর্মসূচীতে কর্মী নিয়োগ, মিড-ডে-মিল ছাড়াও প্রাতরাশের ব্যবস্থা, ইন্টার্ণশিপের বিশেষ সুযোগ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষার উপর গবেষণার উদ্দেশ্যে বিশেষ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা।

f. শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে ছাত্রীদের ও শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভূক্ত শিশুদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে জাতি, উপজাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, শহরের প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা হল এই নীতির আরো কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ।

৭. স্কুল কমপ্লেক্সের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষা শাসন (Govornance in school Education Through School Complexes)

উদ্দেশ্য : সম্পদ, স্কুল শাসন আরো স্থানীয়, কার্যকর ও দক্ষ করে তোলার জন্য স্কুল গুলিকে কমপ্লেক্সে ভাগ করে নেওয়া হবে।

বিদ্যালয় জটিলতার প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জটিল সমস্যা কমাতে সাহায্য করে যে সমস্ত সমস্যা গুলো পাবলিক বিদ্যালয় বিশেষভাবে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়গুলি বর্তমানে সম্মুখীন হচ্ছে। যেহেতু অনেক পাবলিক বিদ্যালয় গুলোকে শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের আওতার মধ্যে আনা হবে কোনরকম বিদ্যালয় গুলোর অবস্থান প্রয়োজন ছাড়াই, সেহেতু এটা ফলপ্রসু প্রশাসন বিভাগ তৈরি করতে সাহায্য করবে।

a. রাজ্য সরকার গুলো ২০২৩ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গুলোকে জনসংখ্যা ও যোগাযোগ ভিত্তিক হিসেবে বিভিন্ন বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত করবে। এই দলভিত্তিক কাজটি পুনর্বিবেচনা ও স্কুলের স্থায়ীকরণ বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করবে, এই ব্যাপারটি বিদ্যমান স্কুলগুলির মর্যাদাকেও বিস্তার করবে।
b. বহুমুখী বিদ্যালয় গুলি ছোট ছোট বিদ্যালয়ের নিঃসঙ্গতাকেও ভাঙবে এবং শিক্ষক অধ্যক্ষদের একটা সঙ্গতি তৈরি করবে এবং একত্রে কাজ করবে। আর একে অপরকে সাহায্য করবে প্রশাসনগত ও শিক্ষাগত ভাবে।
c. একটি বহুমুখি বিদ্যালয় মোটামুটি ১০ - ১২ টি পাবলিক বিদ্যালয় নিয়ে গঠিত হয় শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ গঠন করার জন্য মোটামুটি ১২ ক্লাস পর্যন্ত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হবে।
d. প্রতিটি স্কুল কমপ্লেক্স একটি অর্ধ স্বায়ত্ত্ব শাসিত ইউনিট হবে যেটি একটি মাধ্যমিক (৯-১২ শ্রেণি) বিদ্যালয় সহ নিকটবর্তী প্রাথমিকস্তরের পাবলিক স্কুল ও মধ্যম স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা প্রদান করবে।
e. বিদ্যালয়ের দল ভিত্তিক থেকে বহুমুখি বিদ্যালয়ের পরিণতিতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উপাদানকে গঠন করতে সাহায্য করবে। যেমন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, খেলাধূলা, সঙ্গীত শিক্ষক এবং উপদেষ্টা ও সামাজিক কর্মিরা। এটি আরো বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উপাদান যেমন গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, তথ্যপ্রযুক্তি, খেলাধূলার সরঞ্জাম ইত্যাদি গঠন করতে সাহায্য করবে।

f. এটির লক্ষ্য হল বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ৩ বছর বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষক শিখন প্রতিষ্ঠান এবং শিশুদের বিশেষ চাহিদা যা একটি উপযুক্ত ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অবস্থান করে তাদের কাজে সমর্থন করতে পারে সেইরকম সুসঙ্গত শিক্ষাগত সুবিধা তৈরি করা। জেলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিও এতে সমর্থন করবে। (যেমন- শিক্ষক সহায়ক পেশাদারি উন্নয়ন)

g. একটি বোধগম্যমূলক শিক্ষক উন্নতিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে প্রত্যেকটি সংগঠন মূলক শিক্ষণের জন্য। যেমন- সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ ও শিক্ষক শিখন কেন্দ্রিভূতকরণ। এর সঙ্গে পেশাগত উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন সেমিনার, অভিজ্ঞদের ভ্রমণ বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষা এবং শিক্ষকদের সহায়তামূলক ব্যবস্থা সহ জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সমস্টি ও ক্লাসটার সম্পদ কেন্দ্রও স্কুল জনিত জটিল ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে।

h. প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য সব স্কুলে, পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সহ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, ক্লাসটার রিসোর্স সেণ্টারের জন্য একটি স্কুল কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন হবে। কমিটিটি রাজ্যের সাথে স্কুলের তরফ থেকে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রাখে। এটি শিক্ষকদের কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনার উপরেও একটি কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

i. স্বতন্ত্র স্কুল গুলি তাদের নিজেদের মতো পরিকল্পনা গঠন করবে যা স্কুল কমপ্লেক্সের পরিকল্পনা বিকাশ করবে এবং যা স্কুল বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত হবে । প্রতিটি জেলায় স্কুল ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান, কার্যকারিতা এবং ক্ষমতায়ন সক্ষম করতে একটি জেলা কাউন্সিল/ জেলা শিক্ষা পরিষদ থাকবে।

৮. বিদ্যালয় শিক্ষা আইন (Regulation of School Education)

উদ্দেশ্য : ভারতীয় স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘাটতি এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত ও উৎকৃষ্টমানের, ক্রমাগত উন্নত শিক্ষাগত ফলাফল উদ্ভাবন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রন জোরদার করা হবে।

শিক্ষাগত প্রবিধান ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

a. বিদ্যালয় গুলির নিয়ন্ত্রন ও ক্রিয়াকলাপ (কর্তব্য পরায়নতা) স্বার্থ দ্বন্দ্বকে দূরে রাখার জন্য পৃথক সংস্থার দ্বারা সঞ্চালিত হবে। এখানে নীতিমালা, প্রবিধান, ক্রিয়াকলাপ ও অধ্যায়ন সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য স্বচ্ছ ও পৃথক ব্যবস্থা থাকবে ।
b. রাজ্য- প্রশস্ত নিয়ন্ত্রক নামে একটি রাজ্য প্রশস্ত স্বতন্ত্র সংস্থা কর্তৃপক্ষ, একটি স্বল্প বিচারিক অবস্থা প্রতিটি রাজ্যের জন্য তৈরি করা হবে ও পুরো রাজ্যের জনসাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থা স্কুল শিক্ষা অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত হবে।
c. প্রবিধান একটি স্কুলের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির কাঠামোর দ্বারা দেওয়া স্বীকৃতি ব্যবস্থার উপরেই ভিত্তি করে প্রবিধান তৈরি হবে। এই কাঠামো মৌলিক স্থিতিমাপকে উল্লেখ করবে এবং পরিবর্তে একটি স্কুল শুরু করার লাইসেন্স করতে অবহিত করবে। স্কুল গুলি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রক্রিয়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিদ্যালয় গুলির জন্যই প্রযোজ্য হবে।
d. নিয়ন্ত্রনের প্রয়োগ গুলি বর্তমান পরিদর্শক পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হবে না। পরিবর্তে স্কুল জনসাধারণের কার্যক্ষেত্র হিসেবে পিতামাতা সমস্ত স্কুল সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্যের প্রধান নিয়ন্ত্রক হবেন।
e. রাজ্যের মান নির্ধারণ, পাঠক্রমসহ অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলি রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিসরের দ্বারা পরিচালিত হবে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগের স্তরে দক্ষতার মানপত্র রাজ্য পরীক্ষা পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হবে । এই লক্ষ্যে এটি অর্থপূর্ণ পরীক্ষা পরিচালনা করবে তবে পাঠক্রম (পাঠপুস্তক) নির্ধারণে তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না।
f. ব্যক্তিগত বা বেসরকারি জনকল্যাণমূলক বিদ্যালয়গুলো উজ্জীবত ও মুক্ত করা আবশ্যক কিন্তু একই সাথে বেসরকারি বিদ্যালয় যেগুলি ব্যবসায়িক উদ্যোগে চালানো হয় সেগুলি বন্ধ করা হবে।
g. সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় গুলি জনসাধারণের কল্যাণমূলক উদ্যোগে উৎসাহিত করার নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

h. রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ প্রতিটি রাজ্যে বিদ্যালয় গুলির জন্য একটি গুণমান মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি কাঠামোর বিকাশ করবে। স্কুল নির্ভর স্বীকৃতি ব্যবস্থার জন্য এটি রাজ্য স্কুল নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবহার হবে।

i. বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পদ্ধতি গুলো পাঠক্রম পছন্দ করতে নমনীয়তা প্রদর্শন করবে যা জাতীয়/ রাজ্য পাঠক্রম কাঠামোকে অনুসরণ করবে।

j. সমস্ত মূল কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান গুলি বাৎসরিক ও মধ্যবর্তি পরিকল্পনা তৈরি করবে (৩-৫বছর)। একটি সংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় শাসনকার্য সংস্থা দ্বারা নিয়মিত পর্যালোচনা প্রক্রিয়া করা হবে।

k. শিক্ষার্থী শিখনের মাত্রা নমুনা ভিত্তিক জাতীয় কৃতিত্ব পর্যবেক্ষণ জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ দ্বারা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রগুলি জনগণনা ভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচালনাও চালিয়ে যেতে পারে।

l. শিক্ষার অধিকার বিদ্যালয়ে নিয়ম ও শাসনের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই নীতি পর্যালোচনা করা হবে এবং সক্রিয় করার জন্য উপযুক্ত পরিবর্তন করা হবে, শিক্ষার উপরে ভিত্তি করে উন্নতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

উচ্চশিক্ষা

(Higher Education)

১. নতুন প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্য বিদ্যা (New Institutional Architecture)

উদ্দেশ্য : উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে ২০৩৫ সালের মধ্যে সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ গড় অনুপাতে বৃদ্ধি করতে পুনর্বিবেচনা করা হবে।

উচ্চশিক্ষার জন্য এক নতুন লক্ষ্য ও নির্মাণ কৌশল ব্যবস্থা করা হয়েছে এক বৃহৎ সুসজ্জিত ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বর্তমানে ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয় ৪০,০০০ কলেজ গুলোর মধ্যে ১৫,০০০ উৎকর্ষমানের প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

a. এই নতুন উচ্চশিক্ষার নির্মাণ কৌশল বৃহৎ, সুসজ্জিত ও বহুমুখি শিক্ষা গবেষণা দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালি শিক্ষা সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি শিক্ষাদানের সঙ্গে শৃঙ্খলা ও ক্ষেত্র জুড়ে বহুমুখি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে।

b. তিনপ্রকার উচ্চমানের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

- ধরণ- ১ বিশ্বমানের গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে।
- ধরণ- ২ শিক্ষা গবেষণার উন্নতি সাধনের জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে।
- ধরণ- ৩ স্নাতক শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য আলকপাত করেছে।

C. এই পুনর্গঠন করা হয়েছে পদ্ধতি ও চিন্তামূলক ভাবে। নালন্দা মিশন এবং তক্ষশীলা মিশনকে চালু করা হয়েছে এই নতুন নির্মাণ কৌশলকে দৃঢ় করার জন্য। কয়েকটি গতি সংস্থাপন প্রতিষ্ঠান, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব লিবারাল আর্টস/ বহুবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় গুলি এই মিশনের অংশ হিসেবে নিযুক্ত করা হবে।

D. সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলো বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ডিগ্রি প্রদানকারি স্বয়ং সক্রিয় মহাবিদ্যালয় হবে।

E. জনগণের বাস্তবিক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষাকে স্বচ্ছ ও সুন্দর পদ্ধতির মাধ্যমে বিস্তৃত ও বিকশিত করা হবে।

F. অসুবিধা জনক ভৌগোলিক অঞ্চল গুলিতে উচ্চগুণ সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গুলোর উন্নতি সাধনের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

G. এই নতুন প্রতিষ্ঠানিক স্থাপত্য গুলোকে পেশাদারসহ সমস্ত ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. উচ্চ ও উদারনৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব (Focus on high quality liberal education.)

উদ্দেশ্য : সমস্ত শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য নির্বাচিত শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের ক্ষেত্র তৈরি করে কল্পনাপ্রসুত ও বিস্তৃত শিক্ষার দিকে এগোনো হবে।

সমস্ত স্নাতক প্রোগ্রাম একটি উদারনৈতিক শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা চিহ্নিত করা হবে যা কল্পনা প্রসুত ও সৃজনশীল পাঠক্রম সমন্বয় বহুমুখি প্রবেশ এবং কঠোর ও নির্বাচিত শৃঙ্খলা দক্ষতার প্রস্তাবের দ্বারা শুদ্ধ উন্নয়নের ভিত্তি হন্দে।

a. উদারনৈতিক শিক্ষা বিস্তীর্ণ বহুমুখি শিক্ষার প্রকাশের সাথে সাংবিধানিক মূল্য বিকাশের লক্ষ্য রাখে যা উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হবে। এই বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ জীবনধারণ ক্ষমতা, কঠোর অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সমাজতান্ত্রিক প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটাবে। এই পদক্ষেপ সমস্ত স্নাতক পর্যায়ের পেশাদারি, বৃত্তিমূলক সহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকরি হবে।
b. ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজির মানের অনুকরণে কেন্দ্র ১০টি ইন্ডিয়ান ঈন্সটিটিউট অব লিবারেল আর্টস/ বহুমুখি শিক্ষা ও গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করবে।
c. কল্পনাপ্রসুত ও নমনীয় পাঠ্য কাঠামো সৃজনশীল সমন্বয় অধ্যয়ন শৃঙ্খলা তৈরি করতে সক্ষম হবে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগি একাধিক প্রবেশ ও প্রস্থান পথের প্রদান করে প্রচলিত কঠোর গণ্ডী বিনাশ করে জীবন ব্যাপি শিক্ষার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। স্নাতক (মাষ্টার এবং ডক্টরাল) কঠোর গবেষণাভিত্তিক বিশেষজ্ঞ হবে।
d. স্নাতকের নীচের শিক্ষা ৩ - ৪ বছর সময়ের মধ্যে করতে হবে । প্রতিষ্ঠান গুলো বিভিন্ন ডিগ্রি প্রদান করবে। প্রতিষ্ঠান গুলি এই সময়ের মধ্যে যথাযথ প্রমানপত্র দানের সঙ্গে একাধিক প্রস্থান বিকল্প, দুই বছরের শিক্ষার পর একটি উন্নত ডিপ্লোমা ক্ষেত্র (বৃত্তিমূলক ও পেশাদার ক্ষেত্র) এবং একবছর শেষে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবে।
e. এই চার বছরের শিক্ষা শিক্ষার্থিদের উদারনৈতিক শিক্ষার পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করবে। প্রধান ও গৌণতার উপর মনোনীত করে এটিকে লিবারাল আর্টস বলা হবে। তিন বছরে স্নাতক প্রোগ্রাম হবে। শিক্ষার্থী যদি গবেষণার কাজ করে তবে উভয় প্রোগ্রামই সান্মানিক ডিগ্রি হতে পারে।
f. বিভিন্ন ধরণের প্রবহমান পেশা (যেমন- শিক্ষতা, কারিগরি, মেডিসিন, আইন) অস্নাতক শিক্ষা চার (বা অধিক) বছর করা হবে।

g. প্রতিষ্ঠান গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রি কোর্সে নমনীয়তার সুযোগ রাখবে। উদাহরণ স্বরূপ দুই বছরের প্রোগ্রামে দ্বিতীয় বর্ষটি সম্পূর্ণরূপে গবেষণায় উৎসর্গ করা হবে, শিক্ষার্থিরা যারা তাদের পাঁচ বছরের সমন্বিত মাষ্টার প্রোগ্রাম হতে পারে। ও যারা চার বছরের সান্মানিক ডিগ্রি আছে তাদের এক বছরের মাষ্টার প্রোগ্রাম হতে পারে।

h. পিএইচডি ডিগ্রি করার জন্য মাষ্টার ডিগ্রি অথবা চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি দরকার হবে। এমফিল ডিগ্রিকে বিরত করা হবে।

৩. **একটি সুফলদায়ী শিখন এর বাতাবরণ তৈরি** (Creative a Conducive learning environment)

উদ্দেশ্য : একটি আনন্দদায়ক, কার্যবহুল এবং প্রতিক্রিয়া উদ্রেককারী পাঠ্যক্রম, চিত্তাকর্ষক এবং প্রভাব বিস্তারকারী শিক্ষাপ্রণালি এবং শিখন পদ্ধতিকে উন্নতকর করা ও শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য যত্নপূর্বক সহযোগিতা প্রদান করা।

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাপ্রণালি কিছু বিষয়ের মুখস্থ করা বা যান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরন করা থেকে সরে গিয়ে তরুণদের সাহায্য করবে একটি গনতন্ত্রের সক্রিয় নাগরিক হতে ও যেকোনো ক্ষেত্রে সফল পেশাদার বাক্তি হিসাবে অবদান রাখতে।

a. একটি স্পন্দনশীল ও কার্যবহুল পাঠ্যসূচীর বিকাশ চালিত হবে জাতীয় উচ্চতর শিক্ষার যোগ্যতা নির্ধারক কাঠামো (National Higher Education Qualification Framework) দ্বারা যেটি শিখন ফলাফলকে চিহ্নিত করবে। এই শিখন ফলাফলগুলি শিক্ষার বিভিন্ন শাখা ও ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

b. নির্বাচনভিত্তিক মাননির্ধারণ পদ্ধতির পূর্ণবার পর্যালোচনা করা হবে এবং উন্নতিবিধান করা হবে যাতে করে আরও নমনীয়তা এবং নতুনত্ত সাধন করা সম্ভবপর হয়।

c. উৎসাহব্যঞ্জক শিখন অভিজ্ঞতাপ্রদান করা হবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রনালীর অনুশীলনের মাধ্যমে। সামাজিক ভাবে অংশগ্রহনের জন্য সফল শিক্ষাথীদের অর্থপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হবে। কেবল শিক্ষার নিরিখে নয়, বরং আরও বিস্তৃত কর্মক্ষমতা এবং স্বভাবচরিত্রের লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের মুল্যায়ন করা হবে।

d. শিক্ষাক্ষেত্র নির্ভর, অর্থনৈতিক ও মানসিক সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদান করা হবে আরও ভাল ফলাফল লাভের জন্য।

e. মুক্ত এবং দূরশিক্ষনকে আরও বিস্তৃত করা হবে, যেটি মোট তালিকাভুক্তির অনুপাতকে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। অনলাইন ডিজিটাল আধার তৈরি, গবেষনার জন্য অর্থ সরাবরাহ, উন্নত শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পরিষেবা, MOOC- এর মাননির্ধারণ ভিত্তিক চিহ্নিতকরন ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হবে এইটি সুনিশ্চিত করতে যে এটি মুলতঃ শ্রেনীকক্ষ অন্তর্বর্তী কার্যকলাপের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ রয়েছে।

f. শিক্ষার আত্মস্থকরণকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পারস্পরিক কার্যবিনিময় এবং শিক্ষার্থী ও বিভাগীয় কার্যকলাপ উভয়ের দ্বারাই ফলপ্রসূ করা হবে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার জন্য কিছু নির্বাচিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

৪. উত্তেজনাপূর্ণ, অংশগ্রহণকারী ও দক্ষ শিক্ষার বিভাগ (Energized, Engaged and Capable Faculty)

উদ্দেশ্য : উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও গভীরভাবে নিয়োজিত উৎকৃষ্ট একটি শিক্ষাবিভাগ, যেটি শিক্ষাদান ও গবেষনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিভাগের গুনমান এবং অংশগ্রহণে উন্মুখতা। এই নীতি একটি শিক্ষার নির্বাহ দলকে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করে।

a. প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত শিক্ষার বিভাগ থাকবে যেটি সুনিশ্চিত করবে যে প্রতিটি কার্যকলাপ, বিষয় ও ক্ষেত্রের যাবতীয় চাহিদার পরিপূরণ হছে একটি প্রত্যাশিত শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (৩০:১ এর বেশি নয়) বজায় থাকছে এবং বৈচিত্র্য নিশ্চিতভাবে থাকছে।
b. আপাতকালীন / সাময়িক ভাবে কিংবা চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগের প্রচলিত পদ্ধতিকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
c. প্রতিটি শিক্ষার বিভাগের নিযুক্তি শিক্ষা ভিত্তিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদানের দক্ষতা এবং জনকল্যানে নিয়োজিত হওয়ার সদিচ্ছার উপরে ভিত্তিশীল থাকবে।
d. একটি যথাযথভাবে পরিকল্পিত স্থায়ী নিযুক্তি করণের (শর্তাবলী ভিত্তিক) অনুসন্ধানের পদ্ধতি প্রত্যেক বিভাগের জন্য চালু করা হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটি সক্রিয়ভাবে চালিত হবে, যার আওতায় বেসরকারী শিখাপ্রতিষ্ঠান ও থাকবে।
e. প্রত্যেক বিভাগকে সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় করা হবে এবং তা তাদের বিভিন্ন কোর্সে প্রতিষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যসূচী স্বাধীনতার সঙ্গে নির্বাচনের জন্য এবং গবেষনা চালানোর জন্য যুক্ত থাকবে।
f. সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য একটি ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি বিকাশসাধনের পরিকল্পনা তৈরী করবে এবং এটিকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার পদ্ধতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে/ শাখায় নিপুণতা বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রণালীর ক্রিয়াশীলতা, গবেষনা এবং অনুশীলনের উদ্যোগ নেওয়া।
g. বিভাগীয় নিযুক্তি ও বিকাশসাধন, পেশাসংক্রান্ত বিকাশ এবং ক্ষয়ক্ষতি মোচনের ব্যবস্থা প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের অংশ হতে হবে তাতে লক্ষ্য রাখা।

৫. কর্মকুশলী শাসনব্যবস্থা এবং স্বয়ংক্রিয়তা (Empower governance and Autonomy)

উদ্দেশ্য : স্বনির্ভর এবং দক্ষ ও নৈতিক নেতৃত্বসম্পন্ন স্বচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

একটি উচ্চমানের শিক্ষা এবং গবেষনার প্রয়োজন প্রতিপালনমুলক সংস্কৃতিতে চিন্তাশীল আদান প্রদান উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রের চালনা এই সংস্কৃতিকে নিশ্চিত করে।

a. উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রগুলি স্বনির্ভর পর্ষদ দ্বারা চালিত হবে, একটি সামগ্রিক শিক্ষামুলক ও প্রশাসনমূলক স্বয়ংক্রিয়তার সঙ্গে। পর্ষদ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং উপাচার্য/পরিচালনের (প্রধান কার্যনিরবাহক) প্রস্তুতি নিযুক্তিকরণের মাধ্যমে সরকারি সমেত অন্যান্য বহিরাগত প্রভাবগুলিকে দূর করতে হবে এবং এর ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিয়োজিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের যোগদান নিশ্চিত হবে।
b. সকল উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব-শাসিত স্বয়ংচালিত কেন্দ্রে পরিণত হবে; এর পাশাপাশি অধিভুক্তির পন্থা তুলে দেওয়া হবে। 'অধিভুক্ত কলেজ'গুলোকে স্বয়ংচালিত ডিগ্রি কলেজে পরিণত করা হবে এবং অধিভুক্তিশীল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আকর্ষণীয় বহুবিষয়ভিত্তিক কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।
c. বেসরকারি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ামক ব্যবস্থার দ্বারা সমানভাবে পরিচালিত হবে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা হবে এবং জনদরদী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া হবে।
d. একটি ব্যবস্থার মধ্যে স্বচালনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিহিত থাকবে- এর সংস্কৃতি, গঠন, ও পদ্ধতির মধ্যে। বিভাগগুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও পাঠ্যক্রম ভিত্তিক উন্নতিবিধান থাকবে; এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রণালীমূলক পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ এবং গবেষণা। প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক স্বয়ংক্রিয়তা থাকবে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে কার্যকলাপ শুরু করা ও চালনা করার স্বাধীনতা, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, শিক্ষার্থীর দক্ষতা বিচার, শিক্ষোপকরণের প্রয়োজনীয়তা, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাগুলির বিকাশ যা শাসনব্যাবস্থা ও পরিচালনা ব্যবস্থাকেও আওতাভুক্ত করবে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সত্যি অর্থেই স্বয়ংশাসিত, স্বাধীন ও স্বচালিত কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

৬. নিয়মাবলী ব্যবস্থার রূপান্তর (Transformation of the Regulatory System)

উদ্দেশ্য : ফলপ্রসূ, সক্ষম এবং প্রতিক্রিয়াশীল নিয়মাবলী যার মধ্যে উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ এবং জনসাধারনের আগ্রহ বিস্তার করা হবে।

নিয়মগুলিকে জনসাধারনের উৎসাহ বৃদ্ধি, সমতা বিধান, উৎকর্ষতা, আর্থিক সঙ্গাতিবিধান, নৈতিকভাবে যথার্থ করা ও সুচালনার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ও পরিশীলিত করে তোলা হবে।

a. যথাযথ বিন্যাস, অর্থসরাবরাহ, মানপ্রয়োগ এবং নিয়মাবলীর কাজকে আলাদা করা হবে এবং স্বাধীন কিছু কাঠামোর দ্বারা চালানো হবে, ক্ষমতায়ন কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দ্বন্দ্বকে নাকচ করা হবে।
b. একমাত্র জাতীয় উচ্চতর শিক্ষা নিয়ামক কতৃপক্ষ পেশাসংক্রান্ত শিক্ষা সমেত সকল উচ্চতর শিক্ষার নির্ধারক হবে। সকল বর্তমান নিয়ামক গোষ্ঠীগুলিকে অভিজ্ঞ যথাযথ বিন্যাসকারী গোষ্ঠীতে পরিণত করা হবে।
c. বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চতর শিক্ষা মঞ্জুরি কাউন্সিলে পরিণত করা হবে।
d. সাধারণ শিক্ষা কাউন্সিল তৈরি করা হবে এবং সেটি জাতীয় উচ্চতর শিক্ষার যোগ্যতাভিত্তিক গঠনকে উন্নত করবে যার ফলে ‘সাধারন বৈশিষ্ট্যাবলী’ তথা উচ্চতর শিক্ষায় প্রত্যাশিত শিখন ফলফলকে নির্ধারন করা যাবে।
e. মৌলিক মানদন্ডের ভিত্তিতে মানপ্রয়োগ নিয়মের ভিত্তি হবে। জাতীয় মূল্যায়ণ এবং মানপ্রয়োগকারী কাউন্সিল মানপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি করবে এবং এই প্রক্রিয়াকে নিরীক্ষন করবে।
f. সরকারি এবং বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সাধারন নিয়ামক ব্যবস্থা থাকবে। ব্যক্তিগত মানবহিতৈষী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া হবে।
g. উচ্চশিক্ষার রাজ্য বিভাগগুলি নিয়মভিত্তিক স্তরে ন্যস্ত থাকবে। উচ্চশিক্ষার রাজ্য উপদেষ্টা দল সহকর্মীদের সহযোগিতা ও সবথেকে ভাল অভ্যাস বিনিময় নিশ্চিত করবে।

শিক্ষক শিক্ষণ

(Teacher Education)

১. সুসংবদ্ধ শিক্ষক প্রস্তুতি (Rigorous Teacher Preparation)

উদ্দেশ্য : শিক্ষকেরা যাতে বিষয়, শিক্ষাপ্রণালী ও অভ্যাসে সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণ পায় তা নিশ্চিত করা এবং এটি করতে হবে শিক্ষক শিক্ষার ব্যবস্থাটিকে বহুবিষয়ভিত্তিক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তর করে এবং স্কুলশিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে চার বছরের সম্মিলিত স্নাতক ডিগ্রির সূচনা করে।

শিক্ষাদান নৈতিকভাবে এবং বৌদ্ধিকভাবে একটি কর্মবহুল কাজ। নতুন শিক্ষকদের প্রয়োজন গভীরভাবে প্রস্তুতি এবং কর্মশীল শিক্ষকদের প্রয়োজন ক্রমাগত কাজের উন্নতি এবং শিক্ষাগত কার্যগত সহযোগিতা।

a. চার বছরের সম্মলিত স্নাতক শিক্ষা বিজ্ঞান পদ্ধতিটি শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য একটি নিম্ন গ্রাজুয়েট শিক্ষা পর্যায় হিসাবে বহুবিষয়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হবে, যেখানে প্রত্যেক বিষয় ও শিক্ষক প্রস্তুতির কোর্সগুলিও থাকবে। এটি হবে একটি স্তরভিত্তিক, বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচী যা কলা বিভাগ, ক্রিড়া, পেশাদারি শিক্ষা বা বিশেষ শিক্ষা সবকিছুতেই প্রি-স্কুল থেকে সেকেন্ডারি স্তর অবধি শিক্ষকদের প্রস্তুত করবে।
b. চার বছরের বি এড ডিগ্রি অন্যান্য নিম্ন স্নাতক ডিগ্রি গুলোর সঙ্গে সমতুল্য হবে এবং চারবর্ষীয় বি এড রত ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে অংশগ্রহন করতে পারবে।
c. বর্তমান দ্বি-বার্ষিক বি-এড এর শিক্ষা ২০৩০ সাল অবধি চলবে। ২০৩০ সালের পর যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে চারবর্ষীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রদান

করবে কেবল সেগুলিই একই সঙ্গে এই দ্বি-বার্ষিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রদান করবে। এই শিক্ষাপদ্ধতিগুলি একজন স্নাতক প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে দেওয়া যাবে।

d. ২০৩০ সালের পর অন্য কোন ধরনের চাকুরিপূর্ব শিক্ষক প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে না।
e. কেবল বহুবিষয় সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান গুলিতেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। একটি সুষম চাকুরিপূর্ব শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন বিষয়ের শাখার নিরিখে প্রাজ্ঞতা। এর ফলে সঠিক তাত্ত্বিক উপায়ে শিক্ষাগত মতামত, বিষয়, শিক্ষাপ্রণালী কে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। এর সঙ্গে তাত্ত্বিক-ব্যাবহারিক যোগসূত্র ঘটাতে সক্ষমতা থাকতে হবে। এই সবকিছুর জন্য শিক্ষা ও বিদ্যালয় ভিত্তিক বিষয়গুলির মূল পরিসরে বিভিন্ন ধরনের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের থাকা খুব জরুরি।
f. সাধারনের তুলনায় নগণ্য ও কার্যক্ষমতাহীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

পেশাদার শিক্ষা

(Professional Education)

১. উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে পেশাভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন। পেশাভিত্তিক শিক্ষার পুনর্নবীকরণ
(Reintegrating Professional Education into Higher Education, Revitalizing Professional Education

---

উদ্দেশ্যঃ পেশায় অভিজ্ঞ মানুষ তৈরিতে সর্বাঙ্গীণ বিকাশমূলক প্রচেষ্টার সূচনা করা, যেটি বিস্তৃত ভাবে দক্ষতা এবং একুশ শতকীয় নিপুনতা, সমাজ ও মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা, একটি শক্তিশালী নৈতিক মানদণ্ড এবং সর্বোচ্চ মানের পেশাভিত্তিক কর্মক্ষমতার নিশ্চিত করার মধ্যে দিয়ে করা হবে।

পেশায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি তৈরিতে অবশ্যই থাকতে হবে ন্যায় নীতি সম্পর্কে শিক্ষা, জনমানসকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দেওয়া, নির্দিষ্ট শাখাটিতে শিক্ষা এবং অভ্যাসের শিক্ষা। এটি সম্পন্ন করার জন্য পেশাদারি শিক্ষায় নিশ্চিতভাবেই বিশেষত্বের দিকটি বাদ দিয়ে দেওয়া চলবে না।

a. পেশাদার শিক্ষা সামগ্রিক উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় একটি সুসংহত অংশ হবে। উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার পদ্ধতি, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, আইনগত ও কৃষিভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা এই সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠান যেগুলি পেশাদার কিংবা সাধারন শিক্ষা প্রদান করছে সেগুলিকে ক্রমশ ২০৩০ সালের মধ্যে একই সঙ্গে দুটিতেই প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে।
b. কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও তৎসম্পর্কিত শাখাগুলিকে নতুন করে জাগিয়ে তোলা হবে। যদিও দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৯ শতাংশ কৃষিভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার সমষ্টিগত ১ শতাংশের চেয়ে কম শতাংশ ছাত্রছাত্রী কৃষিবিদ্যা ও তার সহযোগী বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হয়। কৃষিবিদ্যা ও তার সহযোগী শাখার দক্ষতা ও গুনমান দুটোই বৃদ্ধি করতে হবে যাতে উন্নততর, দক্ষ স্নাতক ও প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা, নতুন গবেষণা এবং প্রযুক্তি ও অভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বাজারভিত্তিক বিস্তারের মাধমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়। সাধারন শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত কার্যশৈলীর মাধমে কৃষি ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পেশাদার তৈরির ক্ষমতা অনেক বাড়ানো হবে। কৃষিশিক্ষার সমগ্র নকশা পালটে দেওয়া হবে এমন কিছু অভিজ্ঞ পেশাদার তৈরিতে মনোনিবেশ করা হবে যারা স্থানীয় তথ্য বুঝতে ও ব্যবহার করতে চিরাচরিত জ্ঞান এবং নিত্যনতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহল থাকবেন এবং একই সঙ্গে জমির উৎপাদন ক্ষমতার অবনতি, জলবায়ুর পরিবর্তন, আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের সংস্থান এই জটিল বিষয় গুলি সম্পর্কেও অবহিত থাকবেন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কৃষিশিক্ষা প্রদান করবে, সেগুলিকে অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয়

জনগোষ্ঠীর থেকে উপকৃত হতে হবে। একটি পদ্ধতি হতে পারে প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটানো ও সম্প্রসারনের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রযুক্তি পার্ক গঠন করা।

c. আইন শিক্ষা পুনর্গঠন করা হবে। আইন পেশাগত শিক্ষায় বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক সর্বোতম অনুশীলন, ন্যায়বিচার ও সময়োপযোগি বিচারের সুবিধার জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা হবে। একই সময় এটি সাংবিধানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক ও জাতীয় পুনর্গঠনের দ্বারা পরিচালিত গণতন্ত্রের উপকরণ, আইনের শাসন ও মানবধিকারের ব্যাপারে অবগত ও উদ্যমশীল থাকবে। আইন গবেষণার পাঠক্রম অবশ্যই প্রত্যক্ষ্যভাবে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, আইন চিন্তাভাবনা, বিচারনীতি-অনুশীলন ও পর্যাপ্ত রূপে বিচার বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়কে প্রতিফলিত করবে। রাজ্য আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানগুলি ভবিষ্যৎ আইনজীবী ও বিচারকদের জন্য দ্বিভাষিক – ইংরেজি ও রাজ্যভাষায় আইন তৈরির শিক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ করবে।

d. স্বাস্থ্য সুরক্ষা শিক্ষা সময়কাল, কাঠামো ও শিক্ষা কর্মসূচির নকসা জনসাধারণের প্রয়োজনের ভূমিকার উপর ভিত্তি করে পুনরাবৃত্তি করা হবে। উদাহরণস্বরূপ প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রক্রিয়া বা হস্তক্ষেপের জন্য একজন সম্পন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়না (যেমন ইসিজি করা বা পড়া)। সকল এমবিবিএস স্নাতকদের অবশ্যই ক) চিকিৎসা দক্ষতা খ) রোগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দক্ষতা গ) অস্ত্র প্রচার দক্ষতা ও ঘ) জরুরি অবস্থার জন্য দক্ষ হতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রথমত প্রাথমিক যত্ন ও দ্বিতীয়ত হাসপাতালের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে। এমবিবিএস কোর্সে প্রথম বা দুই বছর সমস্ত বিজ্ঞান স্নাতকদের জন্য সাধারণ হবে। যারা পরবর্তীতে এমবি বিএস, বিডিএস, নার্সিং বা অন্যান্য কোর্সেও বিশেষজ্ঞ হতে পারবে। অন্যান্য চিকিৎসা বিভাগ যেমন নার্সিং, ডেন্টাল ইত্যাদি থেকেও এমবিবিএস কোর্সে পার্শিও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে – এতে চিকিৎসাবিদ্যার যোগ্যতা কাঠামো সহজতর হবে। নার্সিং শিক্ষার গুণগতমান জাতীয় স্বীকৃতি সংস্থা ও উপশাখা তৈরি করে উন্নত করা হবে। জনসাধারণগণ যাতে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা গুলি পেয়ে থাকে তার জন্য স্বাস্থ্য সেবা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংহত হবে –এই অর্থে দৃষ্টান্তমূলক ভাবে অ্যালোপেথিক চিকিৎসাবিদ্যার সকল শিক্ষার্থীদের অবশ্যই আয়ুর্বেদ, যোগ, নেচারোপ্যাথি, ইউনিনি,

সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে ও স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষায় প্রতিষেধক স্বাস্থসেবা ও যৌথ চিকিৎসার উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

e. প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয় কারণ এই বিশেষ বিভাগ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাননির্ভরও নয়, আবার সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা নির্ভর ও নয়। এছাড়াও সমস্ত রকম মানবিক প্রয়াসগুলির উপর প্রযুক্তির প্রভাব বাড়ছে এবং তার ফলে প্রযুক্তি বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগ গুলির মধ্যেকার মাটি ক্ষয়ীভূত হচ্ছে। এই বিশেষ শাখা গুলিতে বেশ কয়েক দশক ধরে শুধু সুযোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তিবর্গেরই যে চাহিদা বাড়ছে তা নয়। বরং গবেষণা এবং সৃষ্টিকেও পরিচালনার জন্য শিল্প ও প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও চাহিদা বা প্রয়োজন বাড়ছে। যন্ত্রবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির কার্যক্রম গুলি সংশোধিত করা হবে যাতে পেশাদার ব্যক্তিরা যারা সাম্প্রতিক কাল এবং ভবিষ্যৎ দুই এর জন্যই প্রস্তুত, তারা সমাজ ও অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজন মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতাকে বিভিন্ন, অজানা পরিস্থিতিতে, স্থানে এবং অভ্যন্তরীন পেশাগত বৈচিত্র্য ও নৈতিকতা অনুযায়ী কাজে লাগানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার জন্য পাঠ্যক্রমকে পুনর্নির্মান করা হবে। নতুন এবং উদীয়মান বিভাগগুলি যেমন- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বৃহৎ তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৌশলগত জোর দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃতি/পদমর্যাদা- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প গত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মশক্তি, ইন্টার্নশিপ এর সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতির সহযোগিতা বা সঙ্ঘবদ্ধতাকে উদ্ভাবন করবে।

জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান

(National Research Foundation)

গুনমান সম্পন্ন শিক্ষাভিত্তিক গবেষণা তরান্বিত করা (Catalyzing Quality Academic Research)

উদ্দেশ্যঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে বপনমূলক এবং ক্রমবর্ধমান গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে সমস্ত প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগে গবেষণা ও নতুনত্বকে দ্রুততা প্রদান করা এবং প্রবল ভাবে সক্রিয় করে তোলা- গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক, জটিল পর্যালোচনামূলক তহবিল জোগান ও নির্দেশনা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সঞ্চালনমূলক বাস্তুতন্ত্র সৃষ্টি করে।

গবেষণা এবং নতুনত্ব হল বৃহৎ স্পন্দনশীল অর্থনীতির বিকাশ ও স্বীকৃতি দান, সমাজের উন্নতি সাধন এবং একটি দেশ তথা জাতির বৃহত্তর স্থান লাভের এবং উদ্দীপনা প্রদানের কেন্দ্র। আজ বিশ্ব জুড়ে জলবায়ু, প্রযুক্তি, জনসংখ্যা, গতিপ্রকৃতি এবং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন লক্ষণীয় তা একটি বলিষ্ঠ গবেষণা প্রক্রিয়াকে পূর্বাপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

a. সংসদে আইনের মাধ্যমে জাতীয় গবেষণা সংস্থাকে ভারত সরকারের একটি স্বশাসিত অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইহাকে বাৎসরিক ২০ হাজার কোটি টাকায় (০.১ শতাংশ জি ডি পি) অনুদান প্রদান করা হবে এবং পরবর্তী দশক গুলিতে দেশের গুনগত গবেষণার উন্নতি সাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই অনুদানের পরিমান ও বৃদ্ধি পাবে।
b. প্রাতিষ্ঠানিক কাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য গুলির অন্তর্গত হল

    - প্রতিযোগিতামূলক ও জটিল পর্যালোচনা মূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বিভাগীয় চিত্রপটে গবেষণার জন্য তহবিল জোগান দেওয়া।
    - দেশ জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির গবেষণার সামর্থ্য গড়ে তোলা।
    - সবচেয়ে জরুরি জাতীয় বিষয়ে গবেষণা এবং সাম্প্রতিক গবেষণামূলক সাফল্যকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য গবেষক, সরকার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লাভজনক সংযোগ স্থাপন করা।

- বিশেষ পুরস্কার প্রদান এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে অসাধারণ গবেষণাকে স্বীকৃতি প্রদান করা।

c. প্রতিষ্ঠান চারটি প্রধান বিভাগ দিয়ে শুরু হবে- প্রযুক্তি, সমাজ বিজ্ঞান এবং কলা ও মানবতা।

অতিরিক্ত মুখ্য মনোযোগের বিষয়

(Additional Key Focus Areas)

১. শিক্ষা প্রযুক্তি (Educational Policy)

উদ্দেশ্যঃ সর্বস্তরের শিক্ষা প্রযুক্তির যথাযথ সংহতি সাধন শিক্ষক তৈরি ও তাদের বিকাশ কে সহজাত করতে, শিক্ষার মান, শিখন ও মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ার মান বাড়াতে, সুবিধা থেকে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রবেশ ঘটাতে, শিক্ষার পরিকল্পনা, প্রশাসন ও পরিচালনাকে গতিশীল করতে।

এই নীতিটির লক্ষ্য হবে সব স্তরের শিক্ষার প্রযুক্তির সঠিকভাবে সংহতি স্থাপন করা, যার ফলে

I) শিক্ষন, শিখন ও মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ার বিকাশ হবে।

II) শিক্ষকদের পেশার ধারাবাহিক বিকাশকে সাহায্য করা।

III) বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি।

IV) শিক্ষার পরিকল্পনা, প্রশাসন ও পরিচালনাকে গতিশীল করা।

a. জাতীয় শিক্ষা ভিত্তিক প্রযুক্তি ফোরাম নামক একটি স্ব চালিত সংগঠন তৈরি করা হবে প্রযুক্তির উদ্ভব, প্রসার ও ব্যবহার সম্পর্কে নির্ধারন করার জন্য। এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠন গুলির নেতৃত্বে সাম্প্রতিক

তথ্য ও গবেষণা, আলোচনার সুযোগ ও একে অপরের সাথে বিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া হবে।

b. শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রযুক্তির সমন্বয় (উদা- সাহায্যকারী অনুবাদ, শিক্ষার প্রণালীর সহায়ক হিসাবে কাজ করা, ক্রমাগত পেশাভিত্তিক বিকাশ সাধন, অনলাইন কোর্স ইত্যাদি।), ডিজিটাল আধারের মাধ্যমে প্রযুক্তির দ্বারা শিক্ষক দের প্রস্তুত করা, উৎকৃষ্ট সহযোগিতা ও গবেষণার মাধ্যমে বাড়ানো হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারে সাহায্য ও গবেষণা চালানর জন্য শিক্ষা প্রযুক্তির উন্নতির কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

c. শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের জাতীয় আধারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমস্ত তথ্য ডিজিটাল আকারে রক্ষিত থাকবে।

২. বৃত্তিগত শিক্ষা (Vocational Education)

উদ্দেশ্য : বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়- সব শিক্ষা স্থানে বৃত্তিগত শিক্ষার সমন্বয়। ২০২৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিতে হবে।

২০২৫ সালের মধ্যে এই নীতিটি বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন অর্জনে লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

a. পরবর্তী দশকে ধীরে ধীরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত করা হবে। কর্মদক্ষতার ফারাক বিশ্লেষণ ও স্থানীয় সুবিধা তালিকাভুক্ত করার উপর নির্ভর করে চারটি ভাগ বেছে নেওয়া হবে। প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা উদার শিক্ষাব্যবস্থার বৃহত্তর আদর্শের অংশ হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয়ের জন্য গঠিত জাতীয় কমিটি এই প্রচেষ্টার দেখভাল করবে।

b. শিক্ষা প্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, শিল্প এইসবের পারস্পরিক কাজের মধ্যে দিয়ে এই পরিবর্তন ঘটানো হবে এবং সংহতি সাধনের জন্য একটি পৃথক অর্থকোষ রাখা হবে।

c. জাতীয় দক্ষতা মুলক যোগ্যতার গঠনের (National Skill Qualifications Framework) থেকে প্রত্যেক বিষয়ের শাখা, বৃত্তিমূলক কাজ, পেশার ক্ষেত্রে জড়িত থাকবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠনের দ্বারা প্রচলিত পেশাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রেনীবিভাগ এর সঙ্গে ভারতীয় মাপকাঠির সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। এই গঠন বিন্যাসটি পূর্ববর্তী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার ভিত্তি গড়ে তোলে।এর মাধমে প্রথাগত পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হওয়া জনগোষ্টীর আবার সমন্বয় করা হবে গঠন বিন্যাসের ধারা বজায় রেখে ও তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মাপ খাইয়ে। এই গঠনবিন্যাসটি সাধারন বৃত্তিগত শিক্ষার মধ্যে গতিশীলতার সঞ্চারও করবে।

d. নিম্নস্নাতক স্তরে ২০৩০-৩৫ সালের মধ্যে বৃত্তিগত শিক্ষায় অংশগ্রহনের প্রবণতা ৫০% বৃদ্ধি করা হবে। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি বৃত্তিগত শিক্ষা নিজেরা কিংবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বে প্রদান করতে পারে।

e. বৃত্তিগত শিক্ষা, শিক্ষানবিশী প্রদানের নমুনা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে অংশীদারিত্বে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাণিজ্যিক পরামর্শ দানের কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

১. ছাত্রছাত্রীদের কাছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন কোর্সের মধ্য দিয়ে 'লোকবিদ্যা' বা ভারতে উদ্ভূত জ্ঞান সহজলভ্য করে তোলা হবে।

৩. প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)

উদ্দেশ্য : ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ যুবক যুবতি ও প্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষরতার হার ও উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারিত ও অব্যাহত রাখবে।

সাক্ষরতা এবং মৌলিক শিক্ষা ব্যক্তিগত, নাগরিক, অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ ও জীবনব্যাপি শিক্ষার সুযোগ প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। কিন্তু যুব এবং প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার একটি অগ্রহণযোগ্য অনুপাত এখনো পর্যন্ত অশিক্ষিত রয়ে যায়।

a. জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার জন্য ৫টি বিস্তৃত বিষয় - মৌলিক সাক্ষরতা, সংখ্যা সূচকতা, দুরুহ জীবন দক্ষতা, বৃত্তিমূলক দক্ষতা, মৌলিক শিক্ষা

এবং চলমান শিক্ষার উন্নতি করবে। পাঠ্যপুস্তক, শেখার উপকরণ সহ শিক্ষা মূল্যায়ন ও প্রমাণপত্রের মানদণ্ড এই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

b. প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে কর্মচারিবৃন্দের পরিচালকদের, প্রশিক্ষকদের নিয়ে ও একটি বড় দল প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রদানের জন্য জাতীয় প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা অধ্যাপক কার্যক্রম তৈরি করা হবে।

c. বর্তমান পন্থা ও উদ্দেশ্য সাধন করা হবে অংশগ্রহণকারিদের শনাক্ত করার জন্য ও সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহিত করা হবে। সম্প্রদায়ের প্রতিটি শিক্ষিত সদস্য কমপক্ষে একজন ব্যক্তিকে পড়তে শেখানো মূল কৌশল হতে হবে। বিস্তৃতভাবে জনসচেতনতা তৈরি করা হবে। নারী সাক্ষরতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৪. ভারতীয় ভাষার প্রচার (Promotion of Indian Languages)

উদ্দেশ্য : সমস্ত ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ, বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা।

প্রতিটি অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি এবং সংরক্ষণ।স্কুলের সকল শিক্ষার্থীদের দ্বারা এই বোধশক্তি অর্জন করা তখনই সম্ভব হবে যখন উপজাতীয় ভাষাসহ সকল ভারতীয় ভাষার যথাযথ সম্মান দেওয়া হবে। প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ ভাষা ও ভারতের সাহিত্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

a. ভারতীয় ভাষাগুলিতে ভাষা, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক শব্দভাণ্ডারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে। সারা দেশে শক্তিশালী ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য কর্মসূচি, শিক্ষক ও অনুষদের নিয়োগ, দৃষ্টিনিবদ্ধ গবেষণা এবং শাস্ত্রীয় ভাষার প্রচারের মাধ্যমে তা কার্জকর হবে।

b. শাস্ত্রীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের জন্য বিদ্যমান জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী করা হবে। পালি, ফারসি ও পরাকৃত ভাষা শিক্ষণের জন্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে।

c. বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরিভাষা কমিশন, যার দায়িত্ব সারা দেশে অভিন্ন ব্যবহারের জন্য শব্দভাণ্ডার বিকাশ করা, নতুন করে পুনর্নবীকরণ করা হবে এবং শারীরিক বিজ্ঞান ছাড়াও সমস্ত শৃঙ্খলা ও ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১. রূপান্তর করণ শিক্ষা : রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ (Transforming Education : Rashtrya Shiksha aayog)

উদ্দেশ্য: নতুন জাতীয় শিক্ষা আয়োজকের নেতৃত্বাধীনে সকল স্তরে ন্যায় এবং উৎকর্ষতাপ্রদানের জন্য ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার অতিক্রিয়া।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুপ্রেরণীয় নেতৃত্বদান যা কার্যকর হলে সর্বোত্তমতা নিশ্চিত হবে।

a. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগবা জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থা হিসেবে গঠিত হবে।

b. প্রতিদিনের বিষয় সম্পর্কিত সরাসরি দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক উপাচার্য হবেন।

c. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, ইউনিয়নমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পেশাদারদের দ্বারা গঠিত হবে। আয়োগের সকল সদস্য উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন হবে এবং তাদের ক্ষেত্রগুলিতে জনসাধারণের কাছে অবদানের প্রমান থাকবে।তারা সকলে অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা অবলম্বনকারী মানুষ হবেন।

d. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ ভারতে শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক হবে। এটা আমাদের সমাজের বৈচিত্র্য পালন করার সময় শিক্ষাব্যবস্থায়ে জাতীয় সমন্বয় তুলে ধরার প্রচেষ্টা করবে। এটি জাতীয়, রাজ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের সমস্ত সংশ্লিষ্ট নেতাদের কার্যকরতা ও সমতার দ্বারা সম্ভব হবে।

e. সমন্বয় ও সহনশীলতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ প্রতিটি রাজ্যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। রাজ্যগুলি শিক্ষার জন্যে রাজ্যস্তরের সংস্থা গঠন করতে পারে, যাকে রাজ্য শিক্ষা আয়োগ বা রাজ্য শিক্ষা কমিশন বলা যেতে পারে।

অর্থায়ন শিক্ষা

Financing Education

১. অর্থায়ন শিক্ষা (Financing Education)

a. এই নীতিটি শিক্ষাগত বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। কারণ আমাদের বিশ্বাস যে সমাজের ভবিষ্যতের জন্য সামগ্রিকভাবে শিক্ষার সুবিধার চেয়ে ভালো বিনিয়োগ নেই।

b. এই নীতিটি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সকল রাজ্য সরকারের দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে ১০বছরের মেয়াদে ২০% পর্যন্ত উপর জনসাধারণের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে।

c. যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তায় কোনো আপোষ করা হবে না তা হল- শিক্ষামূলক সম্পদ, ছাত্রসুরক্ষা এবং সুস্থতা, পুষ্টিকর সহায়তা, পর্যাপ্ত কর্মী, শিক্ষকের উন্নয়ন। এবং সকল এ সকল উদ্যোগের জন্য সমর্থনহীন সম্পদ এবং কমপক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক গোষ্ঠীগুলির জন্য ন্যায় সঙ্গত উচ্চমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

d. এই নীতিটি শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী ভাবে জনসাধারণের জন্যে মঙ্গলময় কর্মসূচীকে জন্য পুনরুজ্জীবিত, প্রচরিত এবং সমর্থনের দাবি করে। কোনও শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার জন্য অ-লাভজনক ভিত্তিতে সমস্ত জনসাধারণের প্ররোচিত তহবিল, বিদ্যমান সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলির দিকে ঘনীভূত করা হবে।

e. প্রাথমিকভাবে কাঠামো ও সংস্থার সাথে সম্পর্কিত এককালীন ব্যয় ছাড়াও, এই নীতিটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে: (i) শৈশবকালীন শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নতি, (ii) মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাসূচকতা নিশ্চিত করা,

(iii) পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত স্কুল কমপ্লেক্সের পুনর্বাসন, (iv) খাদ্য ও পুষ্টি (জলখাবার ও মধ্যাহ্নভোজন), (v) শিক্ষক শিক্ষা এবং শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন, (vi) কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনর্নির্মাণ, এবং (vii) গবেষণা।

f. সরকার এবং ব্যবস্থাপনা তহবিলেরসময়মত এবং যথাযথ ব্যবহারের উপর মনোযোগ দেবে। এটি সম্ভব করার জন্যে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত শাসন ভূমিকা, প্রতিষ্ঠানের পৃথকীকরণ, নেতৃত্বের ভূমিকায় ব্যক্তি নিয়োগ এবং দক্ষ্য তত্ত্বাবধান।

g. শিক্ষার বাণিজ্যিকরণের বিষয়টি একাধিক প্রাসঙ্গিক মাধ্যমে দ্বারা আলোচিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 'হালকা কিন্তু নিপুণনিয়ন্ত্রক পদ্ধতি, জনশিক্ষায় উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ, সুশাসন এবং স্বচ্ছভাবে জনসাধারণের মতপ্রকাশ।

২. অগ্রগতির দিক (Way Forward)

এই নীতির মূল পদক্ষেপ গুলি বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, সময়সীমা এবং পরিকল্পনা পর্যালোচনার পদক্ষেপ গুলি নিশ্চিত করে যে নীতিটি সঙ্গতিপূর্ণভাবে শিক্ষা পরিকল্পনায় ঐকতান বজায় রেখে প্রকৃত ও একনিষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হবে।

মানবজাতির প্রতিটি যুগে পূর্বজন্মের দ্বারা সৃষ্ট সমস্টি জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব করে তাতে বর্তমান প্রজন্ম নতুনত্ব যোগ করে।

মোবিয়া স্ট্রিপ চিরস্থায়ী প্রতিক, উন্নয়নশীল ও জ্ঞানের প্রাণোজ্জ্বল প্রকৃতির প্রতীক যার কোন শুরু বা শেষ নেই।

এই নীতি জ্ঞানের সৃজনশীলতা, সংক্রমনতা, ব্যবহারিতা ও বিস্তারকে ধারাবাহক হিসেবে বিবেচনা করে।